

সুপ্রীমকোর্টে ভাংচুর, কঙ্গো বনাম বাংলাদেশ

কাজী জহিরুল ইসলাম

নভেম্বরের ২১ তারিখ, মঙ্গলবারে কঙ্গোর রাজধানী কিনশাসায় অবস্থিত সে দেশের সুপ্রীম কোর্টে অগ্নিসংযোগ এবং ভাংচুর করা হয়। এতে সুপ্রীমকোর্টের একাংশ পুড়ে যায়। ঘটনাটি ঘটায় সে দেশের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জঁ পিয়েরে বেঙ্গা'র সমর্থকরা। তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জোসেফ কাবিলার কাছে হেরে যান। গত ২৯ অক্টোবর ঘোষিত নির্বাচনের ফলাফলে বলা হয় বর্তমান প্রেসিডেন্ট জোসেফ কাবিলার পেয়েছেন ৫৮.০৫ শতাংশ ভোট এবং গেরিলা নেতা জঁ পিয়েরে বেঙ্গা পেয়েছেন ৪১.৯৫ শতাংশ ভোট। বেঙ্গা এই ফলাফল মেনে নেন নি। তিনি এই ফলাফলের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করেন। সুপ্রীম কোর্ট দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে জোসেফ কাবিলার পক্ষে রায় ঘোষণা করলে বেঙ্গার সমর্থকরা আগুন জ্বালিয়ে সুপ্রীম কোর্টের একাংশ পুড়িয়ে দেন। এ সময় জাতিসংঘের একটি রেস্কিউ টিম চারজন বিচারপতিকে বিশেষ নিরাপত্তা দিয়ে কোর্ট থেকে বের করে নিয়ে যান। ঘটনাটি পৃথিবীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। কোন সভ্যদেশের মানুষ সর্বোচ্চ আইনী প্রতিষ্ঠান সুপ্রীম কোর্টে অগ্নিসংযোগ এবং ভাংচুর করতে পারে না। কঙ্গো কতোখানি সভ্য দেশ এ নিয়ে বিশ্ববাসীর মনে অনেক প্রশ্ন আছে। কিন্তু বোধ করি বাংলাদেশ যে একটি সভ্য দেশ এ নিয়ে বিশ্ববাসীর মনে সন্দেহের কোন দোলা নেয়। বাঙালী জাতি যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষাটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসাবে বিশ্ববাসীর কাছে স্বীকৃত এবং এই বাংলা যাদের মাতৃভাষা এমন তিনজন মানুষ এ পর্যন্ত বিশ্বের সর্বোচ্চ পুরস্কার বা স্বীকৃতি 'নোবেল পুরস্কার'-এ ভূষিত হয়েছেন। সেই স্বীকৃত সভ্য জাতি যখন কঙ্গোর গেরিলাদের মতো একই আচরণ করে তখন বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের মুখ দেখানো কঠিন হয়ে পড়ে।

গত সপ্তাহে বাংলাদেশের একদল বিজ্ঞ, জ্ঞানী এবং সুসভ্য আইনজীবী কঙ্গোর গেরিলাদের মতোই সুপ্রীম কোর্টে ব্যাপক ভাংচুর করেন এবং যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করেন। এই সুপ্রীম কোর্ট শুধু দেশবাসীর কাছে এক পবিত্র স্থানই নয়, আমাদের আইনী সুরক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান এবং যেসব আইনজীবীরা এই ঘৃণ্য এবং বর্বরোচিত কাজটি করেন তাদের জীবিকা অর্জনেরও তীর্থস্থান। আমরা দেখি একজন অশিক্ষিত মুদি দোকানদারও রোজ সকালে দোকান খুলে ক্যাশ বাক্সটিকে সালাম/নমস্কার করে, ধূপ/আগরবাতি জ্বালায়। তারপর সে তার দিনের কার্যক্রম শুরু করে। কেন করে? কারণ ওটা তার রুটি-রুজির জায়গা। এটাই আমাদের সংস্কৃতি। আমরা সালাম/নমস্কারের মধ্য দিয়েই আমাদের শ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকি। একজন অশিক্ষিত মুদি দোকানদারের মধ্যে যে আদপ-লেহাজ দেখতে পাই সেটা আমাদের জাতির বিবেক বলে যারা সুপরিচিত তাদের মধ্যে দেখতে পেলাম না। গত কয়েকদিনের কাগজ পড়ে আইনি বিষয়ে যেটুকু শিক্ষিত হয়েছি, তাতে এটাই বুঝেছি যে প্রধান বিচারপতি তার ক্ষমতা ডেলিগেট করেন গঠিত বেঞ্চ-এর কাছে রিট আবেদনের শুনানী গ্রহন করে রায় প্রদানের জন্য। এতে করে সম্ভবত প্রধান বিচারপতি ওই বিশেষ রিট বা মামলায় হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা হারান না। গত সপ্তাহের সেই বিতর্কিত তিনটি রিটের শুনানী'র আগে যদি প্রধান বিচারপতি তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে শুনানী স্থগিত করে দেন তাহলে তিনিতো বে-আইনী কিছু করেননি। হ্যাঁ, এখন কথা হচ্ছে, নৈতিকতা এবং অনৈতিকতা নিয়ে। রাষ্ট্রপতিতো চাইলে ফাসির আসামীকেও মুক্ত করে দিতে পারেন। এই ক্ষমতা সংবিধান অনুযায়ী তাকে দেওয়া আছে। এখন তিনি যদি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কোন জঘন্য অপরাধীকে মানবিক কারণে তার বিশেষ ক্ষমতাবলে মুক্ত করে দেন আমরা কি তখন রাষ্ট্রপতির অফিসে

গিয়ে ভাংচুর করবো? তাহলেতো আমরা সংবিধানের অবমাননা করলাম, আইনের অবমাননা করলাম। এক্ষেত্রে আমরা সমালোচনা করতে পারি যে রাষ্ট্রপতি কাজটা ভালো করেন নি। এ নিয়ে লেখালেখি হতে পারে, কিন্তু একথা আমরা বলতে পারি না যে রাষ্ট্রপতি অন্যায় কাজ করেছেন। যে ক্ষমতা আইনগতভাবে কাউকে (রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানবিচারপতি) দেওয়া হয়েছে, সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কখনো কখনো অনৈতিক হতে পারে কিন্তু অন্যায় হতে পারে না। প্রধান বিচারপতি জে আর মোদাচ্ছেরের আকস্মিক হস্তক্ষেপ নিয়ে অনেকেই বলছেন, ইতিহাসে আর কখনো এমন ঘটনা ঘটে নি। ইতিহাসেতো অনেক কিছুই ঘটেনি যা ঘটেছে গত একমাসে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে।

বছর দুই আগে কয়েকটি কাগজের সম্পাদকের বিরুদ্ধে সুয়োমোটো মামলা হলো। একজন পুলিশ সার্জেন্ট রাস্তায় জাজের গাড়িকে যথাযথ সম্মান না দেখানোর অপরাধে সুয়োমোটো মামলা হলো, সেই মামলায় বেচারী পুলিশের আইজি তার চাকরী হারালেন। জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদের ‘দরোজার ওপাশে’ উপন্যাসের একটি গ্রামীণ চরিত্র জাজদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিল, ঘুষ খাওয়ার জন্য কাতলা মাছের মতো হা করে থাকে...এ বইটিকে নিয়ে আইনজীবীরা সারাদেশ গরম করে তোলেন। হুমায়ূন আহমেদ এতে ভীষণ বেকায়দায় পড়ে যান। তিনি কোনরকমে বিষয়টির একটি ব্যাখ্যা দিয়ে সুয়োমোটো মামলার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। কিন্তু এখন যে দেশের শীর্ষ পর্যায়ের আইনজুরা সুপ্রীম কোর্টে ভাংচুর করলেন, এতে কি আদালত অবমাননা হয়নি? একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যারিস্টার প্রধান বিচারপতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘তাকে আর মাননীয় বলবো না’, এটা কি আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ে না?

কঙ্গোর কথাটি দিয়েই শেষ করি। সেই অসভ্য মানুষের দেশের অসভ্য গেরিলা নেতা বেসা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়েছেন। শুধু যে মেনে নিয়েছেন, তা-ই না, তিনি বলেছেন, ‘দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে আমি নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিলাম এবং একজন বিরোধীদলীয় নেতা হিসাবে দেশের কল্যাণে কাজ করে যাবো’। আমরা কি কঙ্গোর গেরিলা নেতার কাছ থেকে কিছু শিখবো?

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

৩ ডিসেম্বর, ২০০৬